বাংলাদেশের কবিতায় হুমায়ুন আজাদ

ড.ইয়াসমিন আরা লেখা

হুমায়ন আজাদ প্রতিবাদী কণ্ঠ। তিনি তাঁর চারপাশের প্রতিবেশকে দেখেছেন খুব নিকট থেকে। প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সমাজের নানা অন্যায়, অসংগতি, অত্যাচার, ঘুষ, দুর্নীতি, নীতিহীনতা প্রভৃতি তিনি দেখে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দেখেছেন কীভাবে মানুষ মানুষের শত্রু হয়, শয়তানের চেয়ে চক্রান্তকুশল হয়, গণতন্ত্রের শত্রু হয়, প্রগতি-সমাজতন্ত্রেও বিপক্ষে থাকে চিরকাল। যারা প্রকাশ্যে জনতার স্তব গায়, গোপনে তাদের পিঠে অতর্কিত ছোরা ঢুকায়, প্রগতির পতনে উল্লাস করে, একনায়ক বা স্বৈরাচারী শাসকের মোসাহেব হয়, কীভাবে একনায়কের পা চেটে উপরে ওঠে সুযোগ সন্ধানী মানুষ। স্বৈরতন্ত্রের যারা সমর্থন করে, অস্ত্রই যাদের ঈশ্বর, মেরুদণ্ডহীন প্রাণী হয়ে বেঁচে থাকে, ধর্মান্ধ হয়ে যারা পারলৌকিক ব্যবসা ফেঁদে দুনিয়ার রঙিন বেহেশত তোলে, শোষণ করে যারা অঢেল সম্পদের মালিক হয়, রাজনীতিবিদ হয়ে যারা জনতার সম্পদ আত্মসাৎ করে, যারা জাতির দুর্যোগ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয় আর দুর্দিনে পায়রার মত পাকা ধান খেতে আসে, যারা অন্য দলের মধ্যে কোন্দল বাঁধিয়ে দল ভাঙায়, বিদেশি এজেন্ট হয়ে দেশ বিক্রি করে, আমলা হয়ে যারা গুলশান-বনানীতে বড়ি কেনে অবৈধ টাকায়, যারা কোন পাকা প্রতিক্রিয়াশীলদের রূপসী কন্যাকে স্ত্রী করে রাখে, আবার বন্ধু স্ত্রীদের সাথে সাথে বাইরে ফস্টিনস্টি করে, যে সব আমলারা স্ত্রীর বয়স চল্লিশের পরে অধস্তন কোন আমলার যুবতী ভাগিয়ে ঘরে আনে, হুমায়ুন আজাদ তাদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' কাব্যের 'যতোবার জন্ম নিই' কবিতায়। তাই কবিরও ইচ্ছা-

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক-

ঠিক করি হবো রাজনীতিবিদ: জনতার নামে জমাবো সম্পদ।

জাতির দুর্যোগে পালাবো নিরাপদ স্থানে, সুসময়ে ফিরে এসে

পায়রার মতো খুঁটে খাবো পাকা ধান। কোন্দলে ভাঙাবো দল, হবো

বিদেশি এজেন্ট- সারা দেশ বেচে দেবো সস্তায় বিদেশি বাজারে।

কবি হুমায়ুন আজাদ সৌন্দর্যের পূজারী। সৌন্দর্যকেই তিনি ভালোবেসেছেন আজীবন। 'আর্ট গ্যালারি থেকে প্রস্থান' কবিতায় তিনি লেখেন-

দুই যুগ আগে সবে শুরু হয়েছে তখন আমার যৌবন।

কেঁপে কেঁপে উঠছি আমি যেমন বাঁশির অভ্যন্তরে আলোকিত

হয়ে সুরে সুরে, সুন্দরে সৌন্দর্য। স্বপ্নে জাগরণে শুধু চাই

সুন্দর ও সৌন্দর্যকে; আর কিছুকেই চাওয়ার যথেষ্টযোগ্য

ব'লে ভাবতেও পারি না। ঘৃণা করি সব কিছু, তীব্র ঘৃণা করি

মৃত্যুকে, তোমরা যেমন ঘৃণা কর আবর্জনাকে। ধ্যান করি

শুধু সুন্দরের, সৌন্দর্যের।

হুমায়ুন আজাদ সমসাময়িককালের বাস্তব সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জ্ঞান, শিক্ষা, প্রতিভার কোন মূল্য নেই এ সমাজে। তাই তিনি দেখলেন যারা সমাজের ক্ষতিকারক, সন্ত্রাসী, তারাই এখানে কদর পায়। যাদের দ্বারা ধ্বংস করা যায়, ক্ষতি করা যায়, হত্যা করা যায় তাদেরই সমাদর এ সমাজে। তাই তিনি 'যতোই গভীরে যাই মধু, যতোই ওপরে যাই নীল'(১৯৮৭) কাব্যের 'বিজ্ঞাপন বাংলাদেশ ১৯৮৬' কবিতায় লেখেন-

যদি আপনার ভেতরে কোন কবিতা না থাকে, শুধু হাতুড়ি থাকে

যদি আপনার ভেতরে কোন কবিতা না থাকে, শুধু কুঠার থাকে

যদি আপনার ভেতরে কোন কবিতা না থাকে, শুধু রিভলবার থাকে

যদি আপনার ভেতরে কোন স্বপ্ন না থাকে, শুধু নরক থাকে

তাহলে আপনিই সেই প্রতিভাবান পুরুষ, যাঁকে আমরা খুঁজছি।

কবির মত যে অবলীলায় শিশু পার্কে এক ঝাঁক কবুতরের মতো ক্রীড়ারত শিশুদের ছুঁড়ে দিতে পারে হাতবোমা, যদি কল্লোলমুখর একটা কিন্ডারগার্টেনে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিতে পারে, যে অবলীলায় প্রেমিকাকে খুন করতে পারে, যে সহপাঠীর বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দিতে পারে, যে জেব্রাক্রসিংয়ে পারাপাররত পথচারীদের ওপর দিয়ে উল্লাসে গাড়ি চালাতে পারে সেই প্রতিভাবান মানুষ।

মানুষের প্রতি চরম ঘৃণা তাই মানুষের সঙ্গের চেয়ে পথের কুকুরও হুমায়ুন আজাদের কাছে ভালো লাগত। তাই তিনি লেখেন-

মানুষের সঙ্গ ছাড়া আর সব ভালো লাগে; অতিশয় দূরে বেঁচে আছি,

পথের কুকুর দেখে মুগ্ধ হই, দেখি দূরে আজও ওড়ে মুখর মৌমাছি।

সমাজ বাস্তবতার এমন নিখুঁত চিত্র হুমায়ুন আজাদ ছাড়া অন্য কোন প্রতিভা তুলে আনতে পারেন নি আমাদের কাব্যে। এখানেই হুমায়ুন আজাদ সমকালের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পাওয়ার যোগ্য।

লেখক: প্রো-ভিসি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা।

বাস্তব অবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা যায়, অস্বীকারও হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে সত্য চাপা পড়ে না।